জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – মে /০১

<u>সংবাদ শিরোনাম ঃ</u>

* শ্রীলঙ্কায় বাস্তুচ্যুতদের নিজ বাড়িতে ফিরতে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার সহায়তা
* ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবীরা এইচআইভি প্রতিরোধক সেবা পাচ্ছে না- জাতিসংঘের প্রতিবেদন
* অনলাইনে জাতিসংঘের সন্ত্রাসবিরোধী সংস্থার তথ্য সহায়তা সেবা
* সাংস্কৃতিক অবিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠতে হবেগণমাধ্যম ও ধর্মকে: বান কি-মুন
* জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে: বান কি-মুন

<u>শ্রীলঙ্কায় বাস্তুচ্যুতদের নিজ বাড়িতে ফিরতে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার সহায়তা</u>

১৫ মে–জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা আজ ঘোষণা করেছে যে, তারা শ্রীলঙ্কার বাস্তুচ্যুত ৯০ হাজার বেসামরিক লোককে নিজ ঘরবাড়িতে ফিরিয়ে আনতে সে দেশের সরকারকে সহায়তা শুরু করেছে। ফেব্রুয়ারিতে সরকারি ও গেরিলা সৈন্যদের মধ্যে লড়াইয়ের সময় তারা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) সূত্র জানায়, লিবারেশন টাইগারস অব তামিল ইলম (এলটিটিই)-এর গেরিলাদের বিতাড়িত করতে সরকারি বাহিনী যুদ্ধ শুরু করলে দ্বীপ রাষ্ট্রটির পূর্বাঞ্চলীয় জেলা পশ্চিম বাত্তিকালোয়ার এসব লোকজন বাস্তুচ্যুত হয়। এখন তারা স্বেচ্ছায় ফিরে আসছে।

জেনেভায় ইউএনএইচসিআর-এর মুখপাত্র জেনিফার প্যাগোনিস বলেন, ‘সেখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী আমাদের কর্মীরা বলছেন বাস্তুচ্যুত বেশিরভাগ লোক ঘরে ফেরার জন্য উদগ্রীব। আন্তর্জাতিক সুরক্ষা মান বজায় রেখে তারা স্বেচ্ছায়ই ফিরে আসছে।

তবে তিনি যাদের বিশেষ প্রয়োজন তাদের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি সরকারের প্রতি পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ অব্যাহত রাখা, আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা এবং যে কোনও পরিস্থিতিতে ও সবসময় বাস্তুচ্যুতদের স্বেচ্ছায় ঘরে ফেরা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, ইউএনএইচসিআর বাস্তুচ্যুতদের ফিরে আসা তদারকির কাজ চালিয়ে যাবে এবং স্বেচ্ছায় ঘরে ফেরার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা ও এর বেসামরিক চরিত্রের লঙ্ঘন দেখা দিলে সরকারকে সরাসরি রিপোর্ট করবে। এ অঞ্চলে কাজ করা সকল আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা যাতে সহায়তা কর্মসুচি পরিচালনা করতে পারে সেজন্য তিনি সরকারের প্রতি তাদের প্রবেশাধিকার সুযোগ বাড়ানোর আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, জাতিসংঘ সংস্থাগুলোকে শরণার্থীদের সহায়তা দেওয়ার জন্য বুধবার থেকে পশ্চিম বাত্তিকালোয়ায় পুরোপুরি প্রবেশাধিকার দিতে হবে। তিনি জানান, শরণার্থীদের প্রথম আগমন পর্যবেক্ষণ করতে ইউএনএইচসিআর প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই সেখানে অবস্থান করছেন এবং পুনঃএকীভূতকরণ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলছেন।

ইউএনএইচসিআর জানায়, স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তারা ফিরে আসা শরণার্থীদের নাম লিখে রেখে পরিচয়পত্র দিচ্ছেন। একই সঙ্গে তারা গ্রাম ছেড়ে যাওয়া ও গ্রামে ফিরে আসার সময় তাদের খাদ্য সাহায্য দিচ্ছেন।

প্যাগোনিস আরও বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় সেবা দিতে এবং জীবনযাত্রার সুযোগ বৃদ্ধিতে শরণার্থীদের ফিরে আসা গ্রামগুলোতে কি ধরনের সাহায্য দরকার তা বুঝতে আরও সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন ।
তিনি বলেন, ইউএনএইচসিআর এর অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে সম্ভাব্য পুনঃএকীভূতকরণ প্যাকেজের লক্ষ্যে কাজ করছে এবং আন্তর্জাতিক

সম্প্রদায়ের প্রতি সহায়তার আহ্বান জানাচ্ছে। পাশাপাশি সরকারকে শরাণার্থীদের ফিরে আসা এলাকাগুলোতে নিজস্ব পুনর্বাসন পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করতে বলছে।

ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবীরা এইচআইভি প্রতিরোধক সেবা পাচ্ছে না– জাতিসংঘের প্রতিবেদন

১৪ মে– ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবীদের মধ্যে প্রতি ১০ জনে একজনের কিছু বেশি লোক এইচআইভি প্রতিরোধক ও চিকিৎসার মৌলিক সেবা পাচ্ছেন। তারা আফ্রিকার সাহারা মরু অঞ্চলের বাইরে নতুন করে আক্রান্তদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ হওয়া সত্ত্বেও এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যৌথ জাতিসংঘ এইচআইভি/এইডসের বিরোধী কর্মসুচি (ইউএনএইডস) এ কথা জানায়।

এইডস মহামারির বিরুদ্ধে বিশ্বের পদক্ষেপ বিষয়ক সর্বশেষ পর্যালোচনায় এ কথা বলা হয়। গত শুক্রবার এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

এতে বলা হয়, মাদকসেবনকে ঘিরে সামাজিক ও আইনি কলঙ্কের কারনে, মাদকাসক্তরা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় প্রায়ই এইচআইভি চিকিৎসা নিতে চায় না বা নিতে পারছে না।

পর্যালোচনায় বলা হয়, এইডস মহামারি রোধে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বব্যাপী অর্থ সাহায্য বাড়ানো সত্ত্বেও ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবীদের কেবল ৮ শতাংশ লোক এইচআইভি প্রতিরোধের চিকিৎসা সেবা পায়।

ইউএনএইডসের প্রতিরোধ ও জননীতি বিষয়ক উপদেষ্টা অনিন্দ্য চ্যাটার্জি বলেন, মাদকসেবীদের যত্ন ও চিকিৎসা এইডস প্রতিরোধের সার্বিক পদক্ষেপের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে।

চ্যাটার্জি বলেন, ‘আমরা জানি যে, গুরুত্বসহকারে পরিচালিত এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মসুচি ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবীদের মধ্যে এইচআইভির জীবানু কমাতে সফল হয়েছে। যেসব দেশ ও শহরে আগেভাগেই ও ব্যাপক মাত্রায় ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেখানে এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মসুচি সফল হয়েছে। কোথাও কোথাও তা ৫ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে।

বেলারুশ, রাশিয়া, ইউক্রেন, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, হংকং ও চীনের দৃষ্টান্ত এ পর্যালোচনায় ব্যবহার করা হয়েছে।

যদিও বেশিরভাগ দেশে মাদক ব্যবহার অবৈধ ও প্রায়ই দন্ডাদেশ দ্বারা শাস্তিযোগ্য তারপরও ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবীদের জন্য পরিচালিত কোনও কোনও এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মসুচি সরকার ও স্থানীয়দের কাছ থেকে ব্যাপক বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছে।

পর্যালোচনায় বলা হয়, এ ধরনের পদক্ষেপ তখনই ভালোভাবে কাজ করে যখন প্রথমে স্থানীয় প্রতিনিধি এবং পরে গণমাধ্যমের মধ্যে প্রচার অভিযান চালানোর মাধ্যমে সহায়তামুলক মনোভাব তৈরি হয়।

এতে সতর্ক করে বলা হয়, কর্মসুচিগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সফল হয় খুব কমই এবং এসব কর্মূচির অর্থায়ন হতে হবে স্বচ্ছ, নমনীয় ও টেকসই। প্রতিরোধ সেবার মান সম্পর্কিত উদ্বেগ আগেভাগে নিরসনের জন্যই এটি করা দরকার।

অনলাইনে জাতিসংঘের সন্ত্রাসবিরোধী সংস্থার তথ্য সহায়তা সেবা

১১ মে– জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সন্ত্রাসবিরোধী কমিটির নির্বাহী দপ্তর (সিটিইডি) সদস্যরাষ্ট্রগুলোর অনুরোধক্রমে এবং তাদেরকে প্রদত্ত কারিগরি সহায়তার তথ্য সম্বলিত অনলাইন ডাটবেজ চালু করেছে। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিভিন্ন দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অব্যাহত সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তারা এ উদ্যোগ নিল।

সিটিইডির নির্বাহী পরিচালক, সহকারী মহাসচিব হাভিয়ার রুপারেজ বলেন, কারিগরি সহায়তার তথ্যের মাধ্যমে সম্ভাব্য দাতারা এক পলকে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবনা ১৩৭৩ (২০০১) এবং জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী নীতি বাস্তবায়নে যেসব দেশের এখনও সহায়তা প্রয়োজন তাদের সম্পর্কে জেনে নিতে পারবে।

নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ডিসিতে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর প্রস্তাবনা ১৩৭৩ (২০০১) পাস করা হয়। এতে সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে তাদের জাতীয় আইনে সন্ত্রাসবাদবিরোধী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এদিকে সাধারণ পরিষদের পদক্ষেপ হিসেবে বিশ্বব্যাপী নীতি গ্রহণ করা হয়। এতে একটি অভিন্ন কৌশলগত পদক্ষেপের আওতায় জাতিসংঘের সন্ত্রাসবিরোধী বিভিন্ন কর্মকান্ডের সম্মিলন ঘটানো হয়।

কমিটির ওয়েবসাইট **www.un.org/sc/ctc** –এ এ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এটি সম্ভাব্য দাতাদের কাছে আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট বা কারিগরি সহায়তার বিষয়ভিত্তিক অঞ্চল অনুযায়ী দেশভিত্তিক সমন্বিত তথ্য তুলে ধরে। এটি অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা, জাতিসংঘ ও সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক বর্তমান বা আগে দেওয়া সহায়তা সম্পর্কিত তথ্যও দেয়।

রুপারেজ বলেন, 'দাতাদের কর্মকান্ডে যাতে এক বিষয় বারবার না ঘটে সেজন্য তাদের নিজস্ব সন্ত্রাসবিরোধী সেবা কর্মসূচি তৈরি এবং কোথায় তাদের পদক্ষেপকে তুলে ধরাটা সবচেয়ে কার্যকরী হবে সে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিতে আমরা তথ্যকে মুল্যবান উপকরণ হিসেবে দেখি। কেননা এটি ইতিমধ্যে কোথায় সহায়তা দেওয়া হবে তা নির্ধারণ বা দেওয়া হচ্ছে সেটি উলে-খ করে থাকে।

সদস্যরাষ্ট্রকে কারিগরি সহায়তা দেওয়ার অংশ হিসেবে সিটিইডি সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত আইন, অর্থনৈতিক আইন ও অভ্যাস, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রশিক্ষণ, শুল্ক নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক নীতিমালা জোরদার করার খসড়া তৈরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব দেশের দাতা ও সংস্থার বিদ্যমান সন্ত্রাসবিরোধী কর্মসুচির সহায়তা প্রয়োজন আছে তাদের তালিকা তৈরি করতে চাচ্ছে।

সাংস্কৃতিক অবিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠতে হবে গণমাধ্যম ও ধর্মকে: বান কি-মুন

১৪ মে–জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন ও সাধারণ পরিষদের সভাপতি আজ গণমাধ্যম ও ধর্মীয় প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্মানের জন্য কাজ করার বিষয়ে বৈঠক করেছেন। নিউইয়র্কে শুরু হওয়া সহ-অবস্থান বিষয়ক এক সম্মেলনের পাশাপাশি তিনি এ বৈঠক করেন। সন্ত্রাসবাদের উত্থান ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সহিংসতার পাশাপাশি অন্যদের প্রতি চরম অবিশ্বাস দেখা দেওয়ায় তিনি এ বৈঠক করলেন।

সাধারণ পরিষদের 'সভ্যতা ও শান্তির জন্য চ্যালেঞ্জ: প্রতিবন্ধকতা ও সুবিধা' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এ কর্মসূচির শুরুতে বান কি-মুন বলেন, 'আমাদের স্যাটেলাইট টেলিভিশন ও বিমান ভ্রমণের এই যুগে দুরত্ব কমে এসেছে, তবে বিভক্তি কমেনি। বরং আমাদের কাছাকাছি অবস্থান অন্যদের প্রতি আমাদের সন্দেহ বাড়িয়ে দিচ্ছে-হোক সে অন্য ধর্ম, অন্য জাতিসত্তা কিংবা অন্য দেশের নাগরিক। এ সমস্যা সমাধানে এই সত্য প্রচার করতে হবে যে, বৈচিত্র্য একটি গুণ, হুমকি নয়।'

এ সমস্যার কারণ ও সমাধান ব্যাখ্যা করতে কর্মসূচিতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ভাষ্যকর ও রাজনীতিবিদ অংশ নেন।

ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার লক্ষ্যে ২০০৫ সালে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ হিসেবে সভ্যতাসমুহের জোট গঠন করা হয়। বান কি-মুন সম্প্রতি পর্তুগালের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ স্যাম্পাইয়োকে এ জোটের জাতিসংঘ প্রতিনিধি ঘোষণা করেন।

সাধারণ পরিষদের আজকের অধিবেশনে বান কি-মুন বলেন, গণমাধ্যম বিনোদনের পাশাপাশি জনগণের মতামত গঠন করতে পারে এবং শিক্ষাদান, তথ্য প্রদান ও রহস্য স্পষ্ট করার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করতে পারে।

তিনি বলেন, এটি এই বার্তা তৈরি করতে পারে যে, 'মানবতাকে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তি আমাদের বিভক্ত করার কুসংস্কারের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। একইভাবে এক ধর্মে বিশ্বাসীরা যদি তাদের ধারণা, আবেগ, সংস্কৃতি, জীবের প্রতি সম্মান ও অন্যদের প্রতি দয়ার ওপর জোর দেয় এবং অপর ধর্মে বিশ্বাসীদের প্রতি তারা নিজেরা যেভাবে সম্মান পেতে চায় সেভাবে সম্মান দেখায় তাহলে ধর্মের বহু ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে।

কর্মসুচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাধারণ পরিষদের সভাপতি শেখা হায়া রাশেদ আল খলিফা এ ব্যাপারে একমত পোষণ করে বলেন, ধর্মই

মুখ্য বিষয়। তিনি বলেন, 'বর্তমান সমাজে আমাদেরকে অবশ্যই ধর্মের অপব্যহার বন্ধ করতে হবে এবং রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সমঝোতা ও শান্তির প্রতি চরম হুমকি -উগ্রপন্থাকে বর্জন করতে হবে।'

তিনি বলেন, ' বদ্ধমুল ধারণা ও পারস্পরিক ভীতি দুর করতে আমাদের দ্রুত কাজ করা উচিত। এটি করতে পারলেই কেবল আমরা আমাদের বিভক্তির উর্ধ্বে উঠতে এবং এক সঙ্গে সকলের কল্যাণকর ভবিষ্যত নির্মাণ করতে পারব।'

দারিদ্র্য, রোগব্যধি ও সশস্ত্র সহিংসতার পাশাপাশি অসহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের কথা উলে-খ করে তিনি বলেন, বিশ্বের অস্থিতিশীলতাকে স্বীকার করে নিয়ে এর কারণ উদঘাটন করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাও জরুরি।

সম্মেলনকালে কয়েক দফা গোলটেবিল বৈঠকে আরবলীগের মহাসচিব আমর মুসা, লেবাননের সাবেক সংস্কৃতি মন্ত্রী ও সায়েন্সেস পো বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ঘাসান সালমে প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

ধর্মের তুলনামুলক রচনার প্রখ্যাত লেখক কারেন আর্মস্ট্রং, সরবনির ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোহাম্মদ আরকুন, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক রবার্ট থারমান, ভারতের ইয়ং জেইন্সের জাতীয় চেয়ারম্যান মনিশ বাসলিওয়াল, ব্রুকলিন সঙ্গীত একাডেমীর সভাপতি কারেন ব্রুকস হককিন্স ও নিউ ইয়র্ক গণগ্রন্থাগারের সভাপতি ও সিইও পল লেক্লার্ক এ বৈঠকে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে: বান কি-মুন

৯ মে-জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, শিল্পায়ন, বায়ু দুষণ এবং উন্নয়নশীল দেশের জন্য স্বচ্ছ জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি করা বর্তমান বিশ্বের অত্যাবশ্যক চ্যালেঞ্জ। অবশ্যই সকলে মিলে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আজ পরিবেশ মন্ত্রীদের এক সম্মেলন উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন।

টেকসই উন্নয়ন কমিশনের (সিএসডি) উচ্চ পর্যায়ের এ বৈঠকে বান কি-মুন বলেন, 'আন্তর্জাতিক আলোচ্যসুচিতে জ্বালানি, জলবায়ু পরিবর্তন, শিল্পোন্নয়ন ও বায়ু দুষণ গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। সম্মিলিতভাবে এগুলো মোকাবিলা করলে অনেক ক্ষেত্রেই সফল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য এটি গুরুত্বপুর্ণ।'

বর্তমান অধিবেশনে জ্বালানি বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।এ বিষয়ে মহাসচিব বলেন, প্রায় ১.৬ বিলিয়ন লোকের বিদ্যুৎ সুবিধা নেই, ২.৪ বিলিয়ন লোকের রান্না করার আধুনিক জ্বালানি সেবা নেই। সকলের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে এমন পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস ব্যবহার ও উন্নয়নে আমাদেরকে অবশ্যই আরও কাজ করতে হবে।'৩০ এপ্রিল থেকে ১১ মে পর্যন্ত এ অধিবেশন চলবে।
তিনি বলেন, জ্বালানি দক্ষতাও বৃদ্ধি গুরন্নত্বপুর্ণ বিষয়।এর মধ্যে রয়েছে উন্নত জীবাশ্ম জ্বালানি ও নতুন জ্বালানি প্রযুক্তিসহ স্বচ্ছ জ্বালানি প্রযুক্তি। এটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, বায়ু দুষণ এবং গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্মগন কমাতে সাহায্য করতে পারে। মহাসচিবের মেয়াদাকালে জলবায়ু, জ্বালানি ও টেকসই বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে বান-কি মুন এসব বিষয়ে সমন্বয় জোরদার করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'সমন্বিত ও সঙ্গতিপুর্ণ উপায়ে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিসংঘ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আমাদের কর্মসুচি ও কর্মকান্ডে জ্বালানি ও জলবায়ু বিষয়কে আরও গভীরভাবে দেখা এবং সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ডে আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা জোরদার করা প্রয়োজন।'

চলতি বছর সিএসডিতে টেকসই উন্নয়নের ঐতিহাসিক দলিল ব্রান্টল্যান্ড কমিশনের 'আমাদের অভিন্ন ভবিষ্যত' শীর্ষক প্রতিবেদনের ২০ বছর পুর্তি উদযাপিত হচ্ছে।

আজকের বৈঠকে মহাসচিবের পর নরওয়ের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) মহাপরিচালক গ্রো হারলেম ব্রান্টল্যান্ড

বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ওই প্রতিবেদন দেওয়ার পরের বছরগুলোতে দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। তবে একই সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন হওয়ায় এখনও লাখ লাখ গরিব মানুষ বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে।

বিশ্বব্যাপী প্রকৃত প্রতিফলনশীল (কার্বন) বাজার সৃষ্টি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে মি. ব্রান্টল্যান্ড বলেন, 'আমাদের অবশ্যই বৃহৎ লক্ষ্যে সামনে অগ্রসর হতে হবে।'

রাজনৈতিক সদিচ্ছার কথা উলে-খ করে তিনি বলেন, 'আমরা একটি নতুন, তরতাজা অর্থনীতির মুখে দাঁড়িয়ে আছি। ব্যর্থ হওয়া কোনও বিকল্প নয়। এটি আমাদের আহ্বান এবং এটি করতে হবে।'

ব্রান্টল্যান্ডের বক্তব্য শেষে ৩০ জন মন্ত্রী তাদের বিবৃতিতে বলেন, বিশ্বের পরিবেশ বিনষ্ট করা বন্ধ এবং দরিদ্রদের জ্বালানি সরবরাহ ও উন্নয়ন সমান গুরম্নত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংগঠন গ্রুপ ৭৭-এর পক্ষে পাকিস্তানের পরিবেশমন্ত্রী মালিক আমিন আসলাম বলেন, এটি কোনও গোপন বিষয় নয় যে, এসবের বাস্তবায়ন বিশ্বের উন্নয়ন এজেন্ডার শক্তিশালী ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। দুঃখজনক হল, ইতিমধ্যে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেসবের বাস্তবায়নও টেকসই উন্নয়নের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর অপর মন্ত্রীদের মতোই আসলাম বলেন, পরিবেশ বিনষ্ট ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গরিব মানুষ। উন্নয়নশীল দেশগুলোর একার পক্ষে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, পরিবেশ রক্ষায় এবং টেকসই উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে একত্রে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা, অভিন্ন নীতিমালার প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল থাকা অথচ দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।
এদিকে আজকের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পাশাপশি জাতিসংঘের হ্যাবিট্যাট-এর নির্বাহী পরিচালক ড. আন্না তিবায়জুকা নগর ও শহরের পেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। তিনি বলেন, গ্রিহ হাউজ গ্যাসের ৬০ শতাংশ আসে নগর থেকে এবং অনেক শহর সমুদ্র স্তর বৃদ্ধিসহ জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য হুমকির মধ্যে রয়েছে। এক তৃতীয়াংশ নগরবাসী জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার এবং তাদের আর গ্রামেও ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

তিনি বলেন, টেকসই নগরায়ন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অবাস্তব প্রমাণিত হবে।বর্তমান সিএসডি অধিবেশনের পাশাপশি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) আজ জৈব জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য নতুন একটি ওয়েবসাইট চালুর ঘোষণা দিয়েছে। ইন্টারনেটে গে-াবাল বায়োএনার্জি পার্টনারশিপের (জিবিইপি) প্রচ্ছদ হচ্ছে ওয়েবসাইটটি। এর আয়োজক ফাও এবং এর সচিবালয় রোমে। এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জৈব জ্বালানির স্থায়ী ব্যবহারকে উৎসাহিত করে।

** ** **